যায়যায়দিন

তারিখ ... 30 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ..... ৭.....

দুর্নীতির দায়ে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আতিক ওএসডি

স্টাফ রিপোর্টার কুমিল্লা

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আতিকুর রহমানকে ওএসডি করা হয়েছে। নানা দুর্নীতির অভিযোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মালেকা খায়রুন নেছা স্বাক্ষরিত এক আদেশে ২৫ আগস্ট তাকে প্রেষণে, প্রত্যাহার পূর্বক বিশেষ কর্মকর্তা বা ওএসডি করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে বদলির এ আদেশ দেয়া হয়।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর আতিকুর রহমানের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে লোকবল নিয়োগের নামে ঘুষ গ্রহণ, সিবিএ দিয়ে চেক জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ, চাকরির ক্ষেত্রে বয়স জালিয়াতি, সরকারি অডিট টিমের নির্দেশ অবজ্ঞা, বড় ভাইয়ের সনদে ছোট ভাইয়ের চাকরি, সিবিএ নেতাদের সীমাহীন দুর্নীতি ধামাচাপা দেয়া, টেন্ডার বাণিজ্য, অপছন্দের কর্মচারীদের বদলির নামে হয়রানি, স্বেচ্ছাচারিতাসহ এমন অসংখ্য অভিযোগ ছিল।

জানা যায়, গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রফেসর আতিকুর রহমান বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইউসুফের স্থলাভিষিক্ত হয়ে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে যোগ দেন। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদের তথ্য উপদেষ্টা মুখলেছুর রহমানের চাপে তৎকালীন শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলাম অনেক সিনিয়রকে ডিঙিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর আতিকুর রহমানকে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেন।

শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং তাকে এ কাজে সহায়তা করেন বোর্ডের সিবিএর এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মচারী। শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এ সময় বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যেও গ্রুপিং সৃষ্টি করতে সহায়তা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

সূত্র জানায়, শিক্ষা বোর্ডের ৬০ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের একটি বিল ২০০৭ সালের ২৫ জুন তড়িঘড়ি করে দেয়া হয়। এই বিলের ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা আত্মসাতের উদ্দেশ্যে উত্তোলন করা হয়। বোর্ডের উপসচিব (প্রশাসন) সৈয়দ আবু ইউসুফ ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা শাহআলম ওই ৬০টি চেক (নং ৩৩৪৩০১ থেকে ৩৩৪৩৬০ পর্যন্ত) বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সচিবের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক শিক্ষা বোর্ড শাখা থেকে উত্তোলন করেন। অন্যদিকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তায় লোকবলের প্রয়োজন না থাকার অজুহাতে কর্মচারী ছাঁটাই করা হলেও তাদের ছত্রছায়ায় ঠিকা ভিত্তিক কমপক্ষে ৪০ বহিরাগত লোক দিয়ে বোর্ডের কাজ করানো হয়েছে। এছাড়া তিনি চেয়ারম্যান হিসেবে বোর্ডে যোগ দেয়ার পর থেকে প্রতি অর্থবছরে বোর্ডে টেন্ডার ভিত্তিক লাখ লাখ টাকার কাজেও চলে দুর্নীতি, বোর্ডের কাগজ ক্রয়, প্রশ্নপত্রের ট্রাঙ্ক ও খাম তৈরি; প্রিন্টিং ও বাঁধাই, মালামাল ক্রয়-বিক্রির নিলাম ইত্যাদি ঠিকাদারি কাজ প্রদানে প্রশাসন ও সিবিএর নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। সিবিএ নেতাদের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। দীর্ঘ তদন্ত শেষে ২০০৭ সালের ৫ মার্চ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বোর্ডের সচিবের কাছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তদন্ত রিপোর্ট পাঠায়। কিন্তু বিদায়ী চেয়ারম্যান অদৃশ্য কারণে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বরং তাদের সঙ্গে যোগসাজশ রেখে তার হীনস্বার্থ হাসিল করে চলেছে।

সূত্র মতে, দুর্নীতির অভিযোগে চাকরি হারিয়ে ফিরে পাওয়া সহকারী কলেজ পরিদর্শক শেখ আবদুল লতিফের বয়স জালিয়াতি সংক্রান্ত সরকারি অডিট টিমের নির্দেশ অবজ্ঞা করে গোপন যোগসাজশে তার পূর্ণ পেনশন মঞ্জুরির ব্যবস্থা করারও অভিযোগ রয়েছে।

অন্যদিকে বড় ভাইয়ের শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র দিয়ে ছোট ভাই প্রায় ২৫ বছর ধরে বোর্ডের হিসাব রক্ষক পদে চাকরি করলে অভিযোগ পাওয়ার পরও তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি অদৃশ্য কারণে। আরো অনেক অভিযোগ রয়েছে, শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান আতিকুর রহমানের বিরুদ্ধে।

এ ব্যাপারে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান প্রফেসর আতিকুর রহমান বলেন, আমার বিরুদ্ধে এতো দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে আমি দুই বছর আট মাস চেয়ারম্যান পদে চাকরি করতে পারতাম না। আমার চেয়ারম্যান থাকাকালে যারা সুবিধা নিতে পারেনি আমি বদলি হওয়ার পর তারাই নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে। আল্লাহ তাদের বিচার করবেন। বাজারে আমার লেখা ১৫টি বই রয়েছে, আমার চাকরি জীবনের বাকি ১৭ মাস যেন সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে পারি তার জন্য দোয়া করবেন। ৬০ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে যে টাকা দেয়া হয়েছে, সেগুলো তাদের দীর্ঘদিনের পাওনা। অনেক কর্মচারীর কান্না আর আহাজারিতে আমি বাধ্য হয়ে এ টাকা দিয়েছি। এখানে আত্মসাতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।